বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-০২

তানহি খান তানহা

কায়কোবাদ

প্রকৃত নাম- মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি।

তিনি প্রথম মুসলিম সনেট রচয়িতা,

মহাকাব্য রচয়িতা।

মহাকাব্য

মহাশ্মশান

'মহাশ্মশান' (১৯০৪)। এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহাকবি রচিত প্রথম মহাকাব্য ।

কাহিনি নেয়া হয়েছে ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ থেকে ।

এতে তিনটি খণ্ড আছে। তিন খণ্ডে সর্গ সংখ্যা (২৯+২৪+৭) ৬০টি ।

চরিত্র : ইব্রাহিম কার্দি, জোহরা, হিরণবালা, আতা খাঁ, আহমদ শাহ আবদালী ।

এটি মুসলমান মহাকবি রচিত প্রথম মহাকাব্য। মহাকাব্য রচনায় উনার আদর্শ ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন।

কাব্যগ্রন্থ

বিরহ বিলাপ (এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১২ বছর বয়সে রচিত)

অশ্রুমালা (গীতিকাব্য)

শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি

অমিয় ধারা

কবিতা

- আজান
- বাংলা আমার

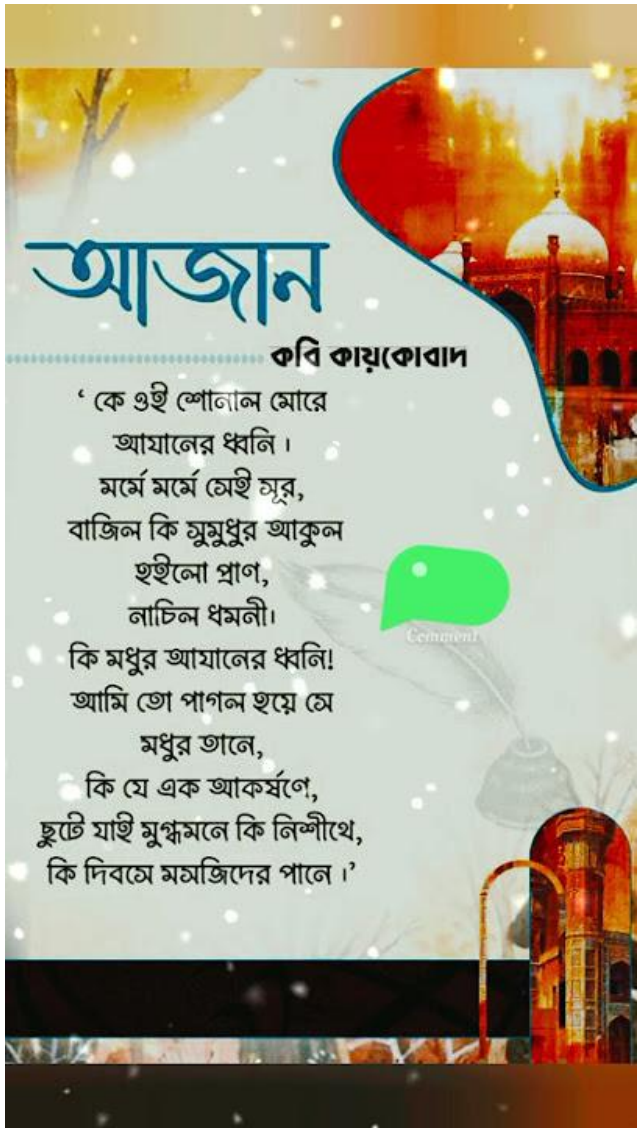

একনজরে কায়কোবাদ

- **জন্ম:** আগলা গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা
- **প্রকৃত নাম:** কাজেম আল কোরায়শী
- **উপাধি:** কাব্যভুষণ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন।
- আধুনিক বাংলা সাহিত্যের **প্রথম মুসলিম কবি**।
- বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে **প্রথম সনেট রচয়িতা**।
- মুসলিম কবিদের মধ্যে **প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা**।
- **মহাকাব্য: মহাশ্মশান** (১৯০৪, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত)
- **কাব্য:** বিরহ বিলাপ, অশ্রুমালা, শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি, অমিয় ধারা, মহররম শরীফ
- **কবিতা:** আযান (কে ওই শোনাল মোরে আযানের ধ্বনি, মর্মে মর্মে সেই সুর, বাজিল কি সুমধুর)
- **মৃত্যু:** ২১ জুলাই ১৯৫১

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

- প্রকৃত নাম: রোকেয়া খাতুন
- রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অর্ন্তগত পায়রাবন্দ গ্রামে।

বেগম রোকেয়া

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত

নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখক

গ্রন্থ

মতিচূর (প্রবন্ধ)

সুলতানার স্বপ্ন (উপন্যাস ধর্মী কল্পকাহিনি)

পদ্মরাগ (উপন্যাস)

অবরোধবাসিনী (শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ)

৯ ডিসেম্বর

রোকেয়া দিবস

জন্ম: ১৯১৮

মৃত্যু: ১৯৭৪

ফররুখ আহমদ

ইসলামি রেঁনেসার কবি

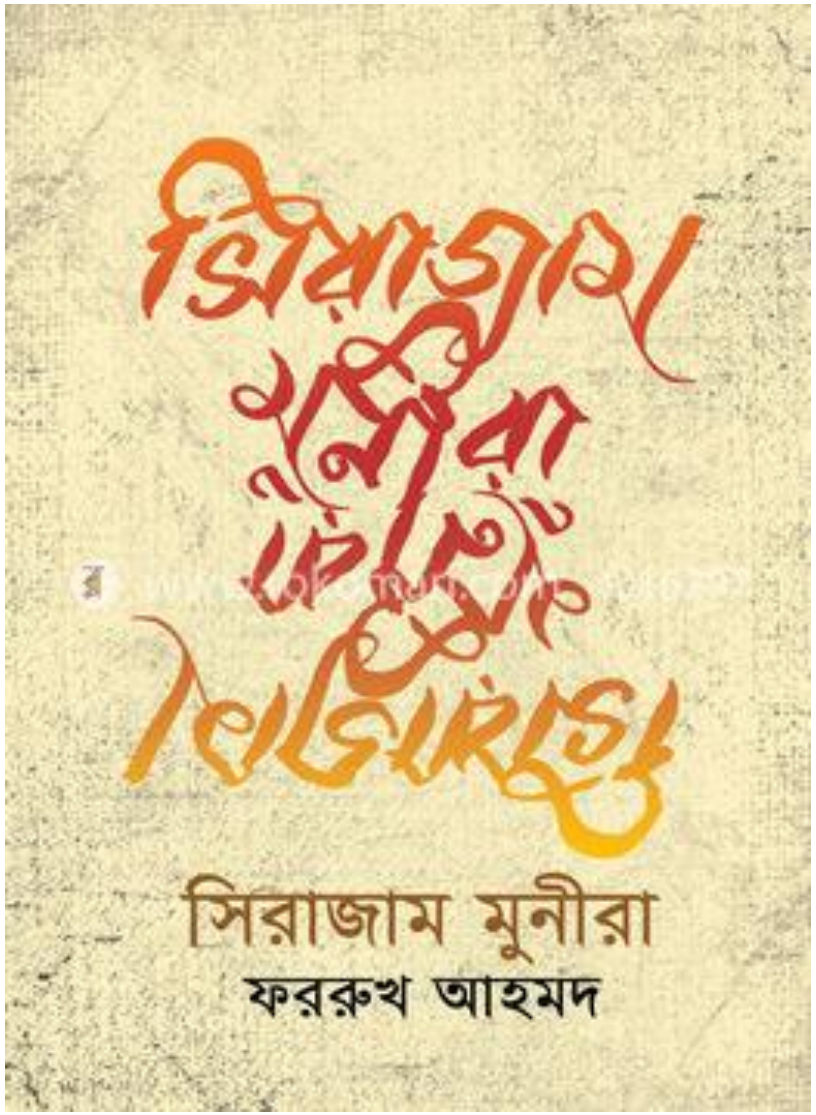

~~কাব্যনাট্য~~

সাত সাগরের মাঝি – প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য

সিরাজাম মুনীরা - কাব্য

নৌফেল ও হাতেম – কাব্যনাট্য

মুহূর্তের কবিতা- সনেট

পাঞ্জেরী- কবিতা

পাখিরবাসা, হরফের ছড়া- শিশুতোষ

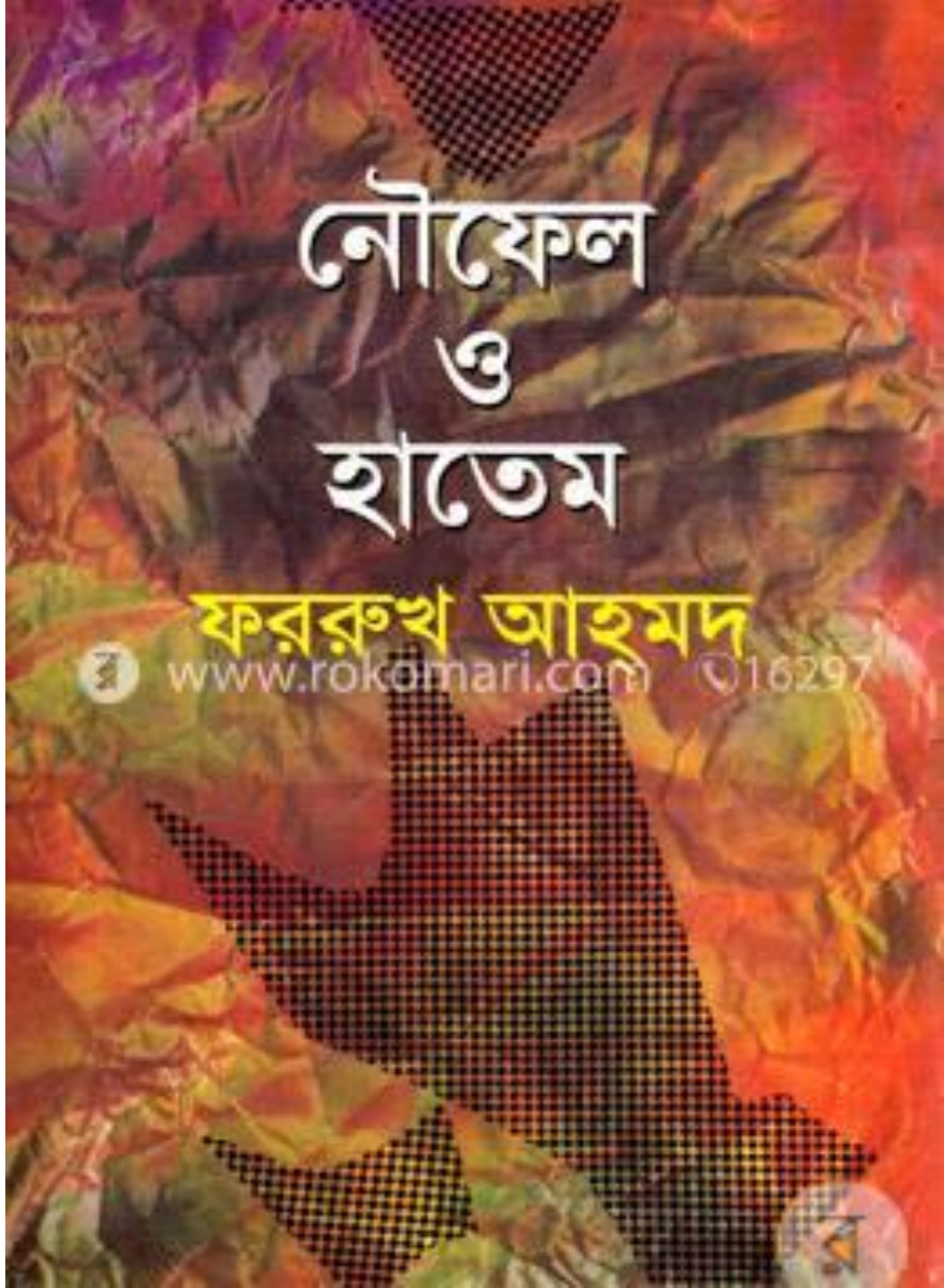

একনজরে ফররুখ আহমদ

- **জন্ম:** মাগুরা জেলার শ্রীপুর
- **উপাধি:** মুসলিম রেনেসাঁর কবি
- **সম্পাদক :** মাসিক মোহাম্মদী (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক)
- পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।
- **প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য:** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)
- **কাব্য:** সিরাজাম মুনীরা, হাতেমতায়ী, হাবেদা মরুর কাহিনি
- **কাব্যনাট্য:** নৌফেল ও হাতেম
- **সনেট:** মুহূর্তের কবিতা
- **কবিতা:** পাঞ্জেরী, সাত সাগরের মাঝি, সিন্দাবাদ, লাশ।
- **শিশুতোষ:** পাখিরবাসা, হরফের ছড়া **মৃত্যু:** ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪

জসীম উদ্দীন জসীম উদ্‌দীন জসীম উদ্দিন

জসীম উদ্‌দীন

জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩ - ১৯৭৬)

ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে।

১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ (কবির শেষ ইচ্ছানুযায়ী ফরিদপুরের অম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদির কবরের পাশে সমাহিত করা হয়)

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

প্রথম প্রকাশিত

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ রাখালী

‘কবর’ কবিতাটি ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্গত ।

স্মৃতিকথামূলক রচনা

‘যাদের দেখেছি’ ও ‘ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়’ জসীম উদ্‌দীনের স্মৃতিকথামূলক রচনা

উপন্যাস

বোবা কাহিনী

নাটক

পদ্মাপার

বেদের মেয়ে

মধুমালা

গানের সংকলন

রঙ্গীলা নায়ের মাঝি

মুর্শিদী গান

জারিগান

কাব্যগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠ রচনা: নক্সী কাঁথার মাঠ (১৯২৯)

চরিত্র: রূপাই ও সাজু

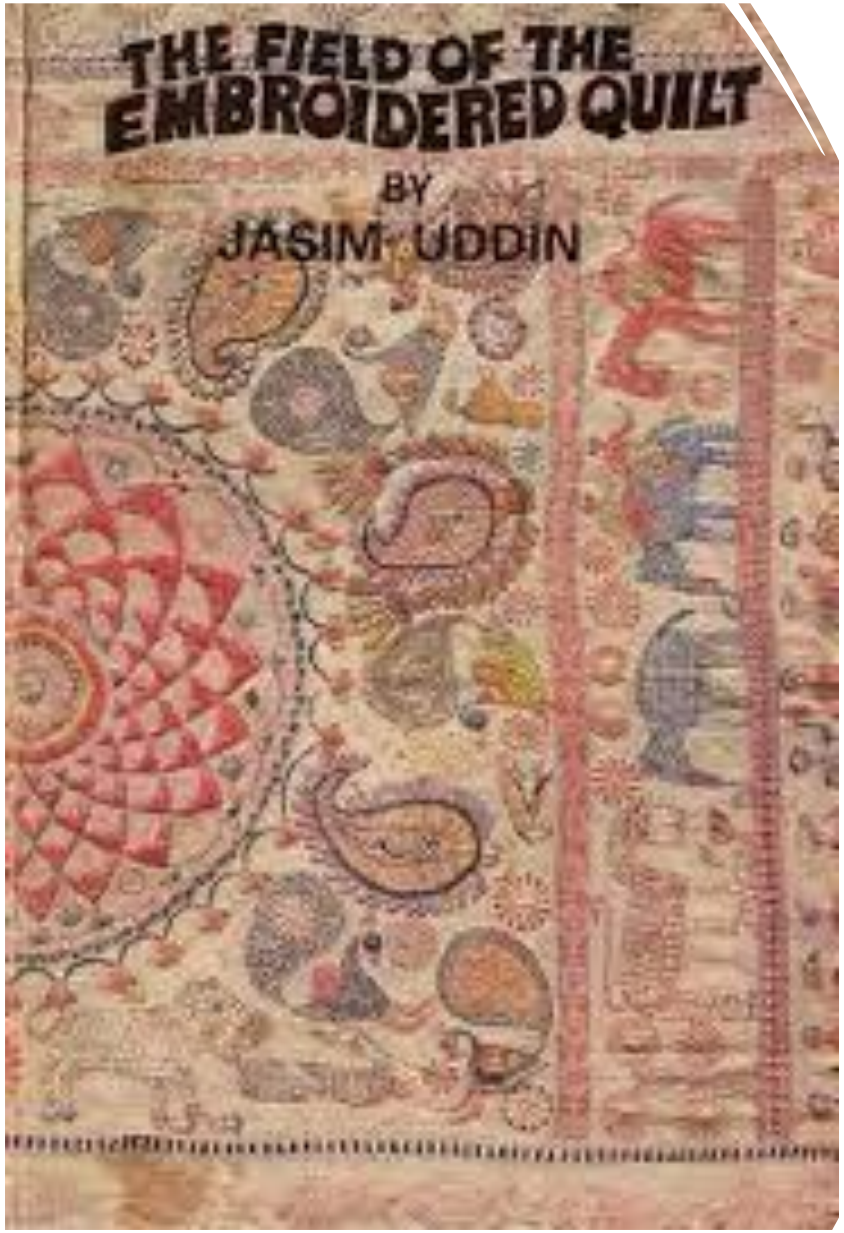

কাব্যগ্রন্থ

- ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর বন্ধু আব্দুল কাদিরকে ।
- ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ কাব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন E. M Milford
- ‘The Field of the Embroidered Quilt’ নামে ১৯২৯ সালে ।

কাব্য

সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪)

চরিত্র: সোজন ও দুলী

সুচয়নী

শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন গ্রন্থ ।

ভ্রমণ কাহিনি

শহরে বন্দরে

চলে মুসাফির

হলদে পরীর দেশে

যে দেশে মানুষ বড়

কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত গানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

- আমার সোনার ময়না পাখি.....
- আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে.....
- আমায় এত রাতে কেন ডাক দিলি.....
- প্রাণো সখি রে ঐ শোন কদম্ব তলে.....
- আমার হার কালা করলাম রে.....
- নদীর কূল নাই কিনার নাই.....
- আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলা রে.....
- নিশিতে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা.....
- বাঁশরি আমার হারাই গিয়াছে.....
- আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে, প্রাণ বিনোদিয়া..... প্রভৃতি

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

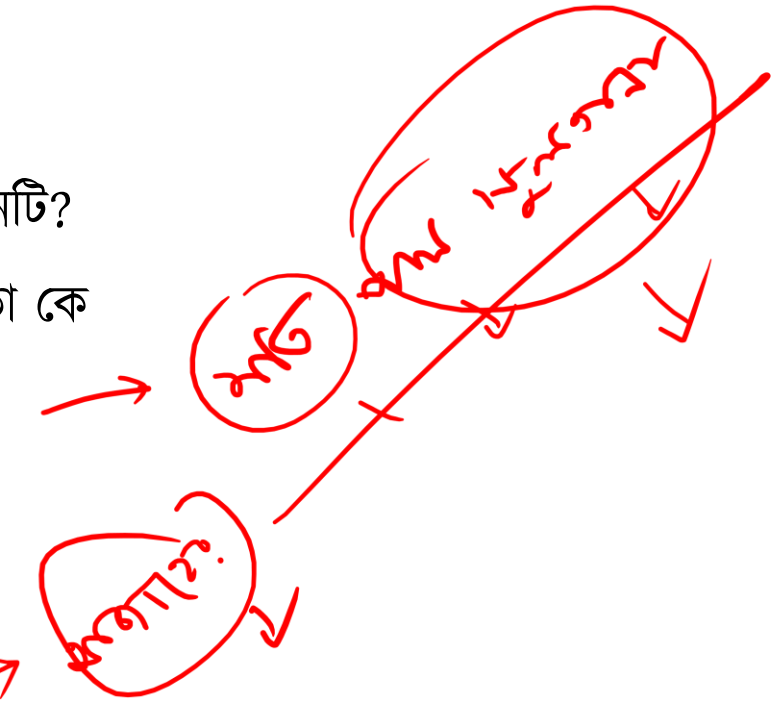

- ✓ কায়কোবাদ-এর প্রকৃত নাম কী?
- ✓ কায়কোবাদ-এর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য কোনটি?
- ✓ ‘নক্সীকাঁথার মাঠ’ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে
- ✓ বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোথায়?
- ✓ বেগম রোকেয়াকে বলা হয়?
- ✓ পদ্মরাগ কী জাতীয় রচনা?
- ✓ বোবা কাহিনী কী ধরণের রচনা?
- ✓ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহাকবি রচিত প্রথম মহাকাব্য কোনটি?
- ✓ কপালকুণ্ডলা কী জাতীয় রচনা?
- ✓ বাংলার স্কট বলা হয় কাকে?
- ✓ বঙ্কিমের সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি?
- ✓ বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস?

- Thank you

- ২৪ শে মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ।
- পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।
- ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩, ২৯ আগস্ট ১৯৭৬।

কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম

দুখু মিয়া, নূরু, নজর আলী,

তারা খ্যাপা, হৈ হৈ কাজী,

ব্যাঙাচি

ছদ্মনাম

ধূমকেতু

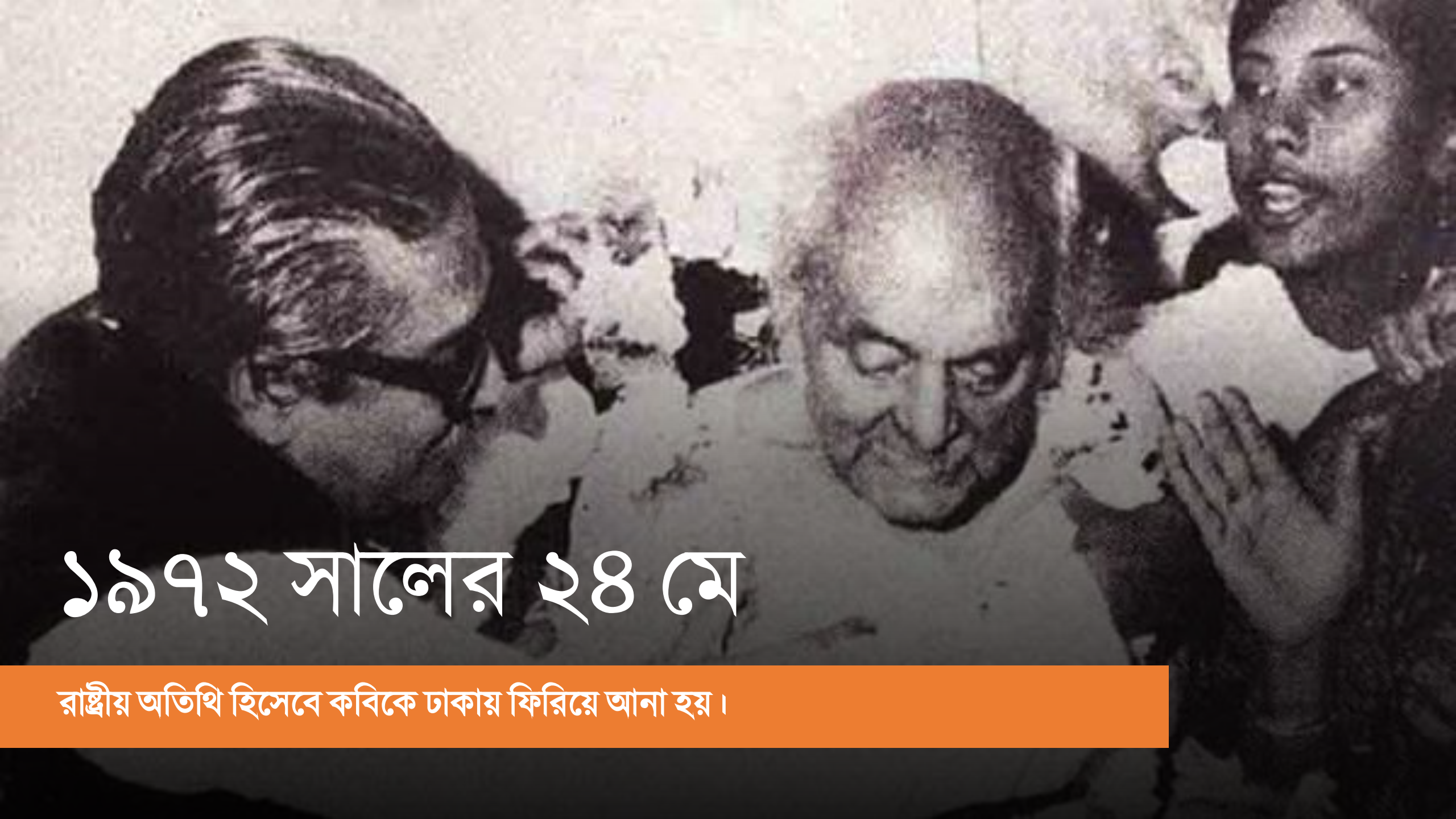

১৯৭২ সালের ২৪ মে

রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে কবিকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়।

১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি

- নাগরিকত্ব দেয়া হয়

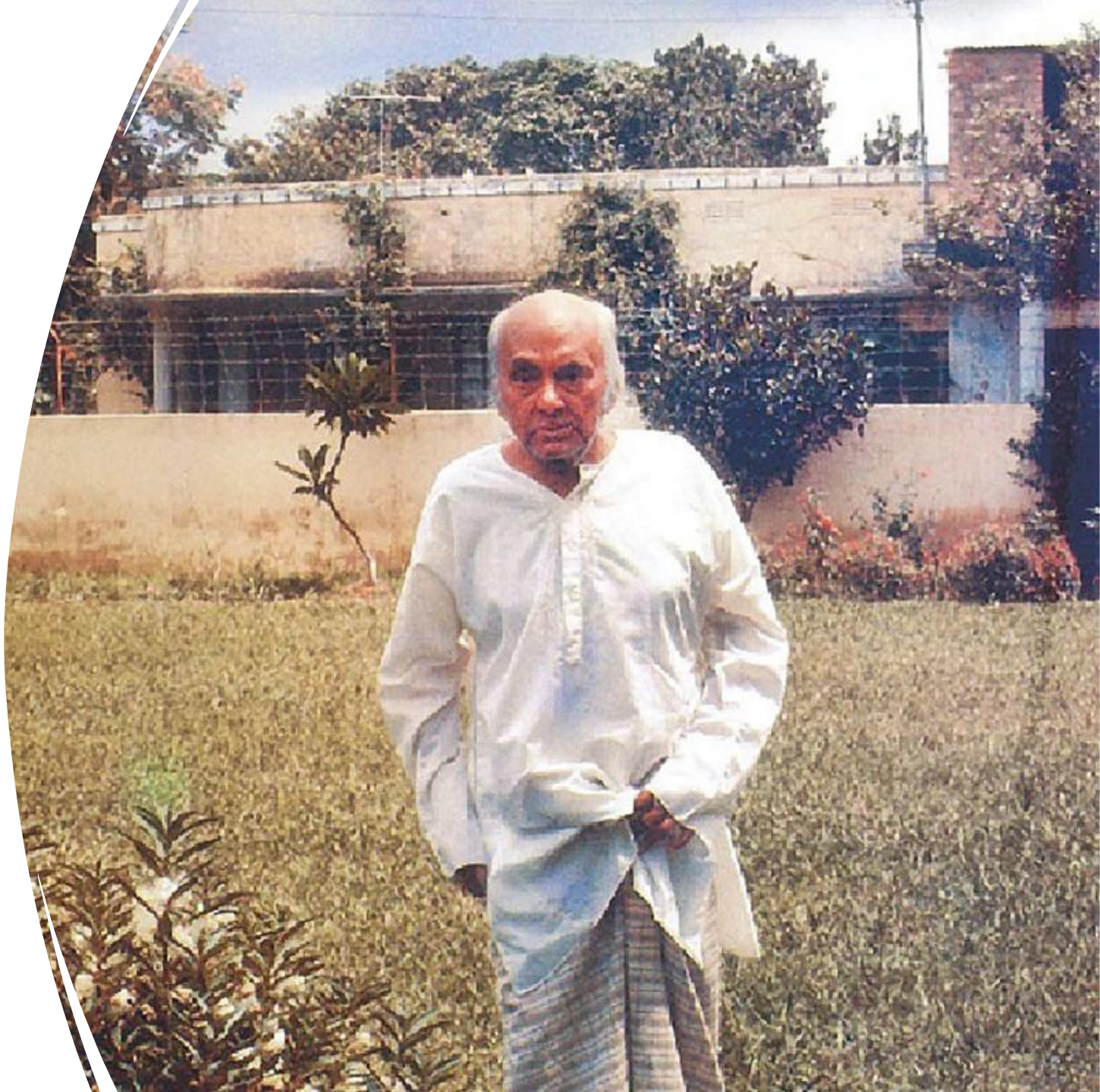

জাতীয় কবি

- ১৯৭২ সালের ৪ মে তারিখ থেকে কাজী নজরুলকে ‘জাতীয় কবি’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় ২রা জানুয়ারি, ২০২৫।

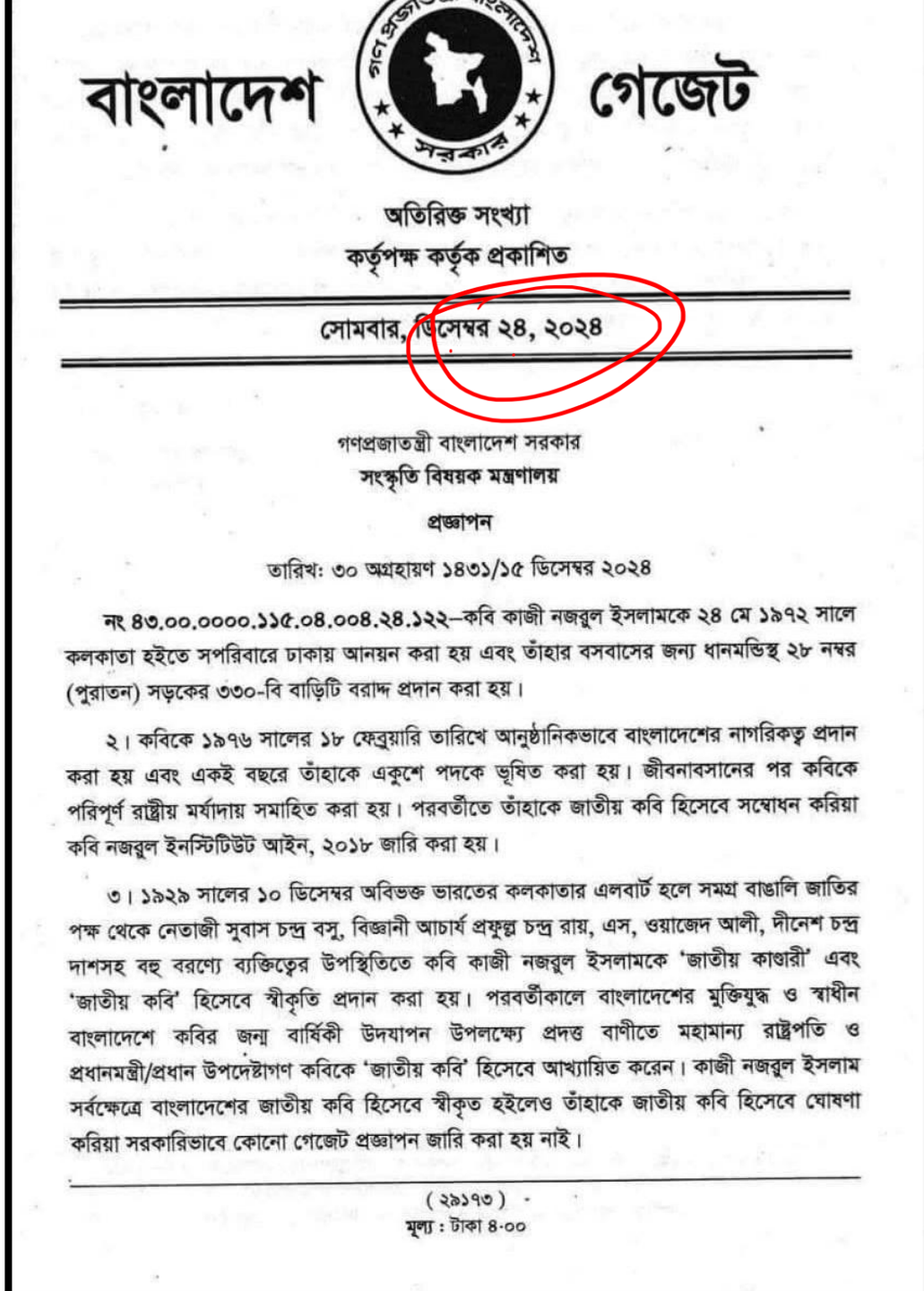

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ২৪, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৫.০৪.০০৪.২৪.১২২–কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ২৪ মে ১৯৭২ সালে কলকাতা হইতে সপরিবারে ঢাকায় আনয়ন করা হয় এবং তাঁহার বসবাসের জন্য ধানমন্ডিস্থ ২৮ নম্বর (পুরাতন) সড়কের ৩৩০-বি বাড়িটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

২। কবিকে ১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং একই বছরে তাঁহাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। জীবনাবসানের পর কবিকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে তাঁহাকে জাতীয় কবি হিসেবে সম্বোধন করিয়া কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ জারি করা হয়।

৩। ১৯২৯ সালের ১০ ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের কলকাতার এলবার্ট হলে সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে নেতাজী সুবাস চন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, এস, ওয়াজেদ আলী, দীনেশ চন্দ্র দাশসহ বহু বরণ্যে ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ‘জাতীয় কাণ্ডারী’ এবং ‘জাতীয় কবি’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশে কবির জন্ম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাণীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টাগণ কবিকে ‘জাতীয় কবি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কাজী নজরুল ইসলাম সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত হইলেও তাঁহাকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করিয়া সরকারিভাবে কোনো গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় নাই।

মূল্য : টাকা ৪.০০

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম

প্রথম গল্প/রচনা- বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী (১৯১৯)

কবিতা- মুক্তি ('মুক্তি' বঙ্গীয়মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২৬) ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'ক্ষমা' পত্রিকার সম্পাদক নাম বদলে দেন মুক্তি।

গল্পগ্রন্থ- ব্যথার দান

কাব্যগ্রন্থ- অগ্নি-বীণা

উপন্যাস- বাঁধনহারা

প্রবন্ধ- তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা

প্রবন্ধ গ্রন্থ- যুগবাণী

নাটক- ঝিলিমিলি

সম্পাদিত পত্রিকা

১) নবযুগ

২) ধূমকেতু

৩) লাঙল

কাজী নজরুল ইসলাম (কাব্য)

- সাম্যবাদী
- সন্ধ্যা
- ছায়ানট
- অগ্নি-বীণা (১৯২২)
- বিষের বাঁশী (১৯২৪)
- ভাঙার গান (১৯২৪)
- সঞ্চিতা
- দোলনচাঁপা
- ঝিঙেফুল
- রাঙাজবা
- ঝড় (১৯৬০)
- প্রলয়-শিখা (১৯৩০)
- পুবের হাওয়া
- সিন্দু হিল্লোল
- নতুন চাঁদ
- সর্বহারা
- চক্রবাক
- জিঞ্জির
- ফণিমনসা
- চিত্তনামা
- মরুভাস্কর

অগ্নিবীণা

প্রথম কাব্য-অগ্নিবীণা (১২ টি আগুন ঝরা কবিতা)

রচনাকাল **১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ**

১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক বিজলি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

১ম কবিতা- প্রলোয়োল্লাস

২য় কবিতা- বিদ্রোহী

‘রক্তাম্বরধারিনী মা’ কবিতাটি নিষিদ্ধ হয়।

সঞ্চিতা

শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন : 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে । এতে কবিতা ও গান আছে ৭৮টি।

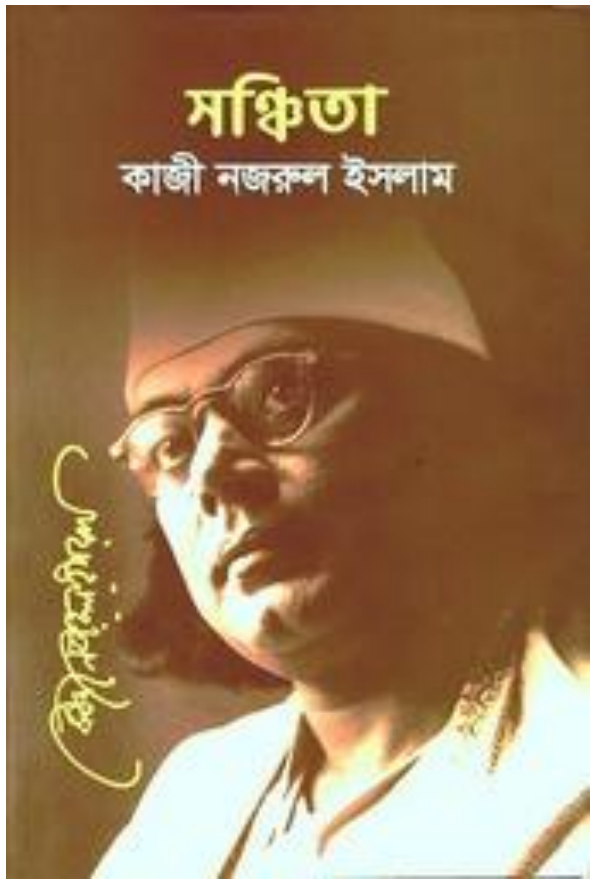

সঞ্চিতা
কাজী নজরুল ইসলাম

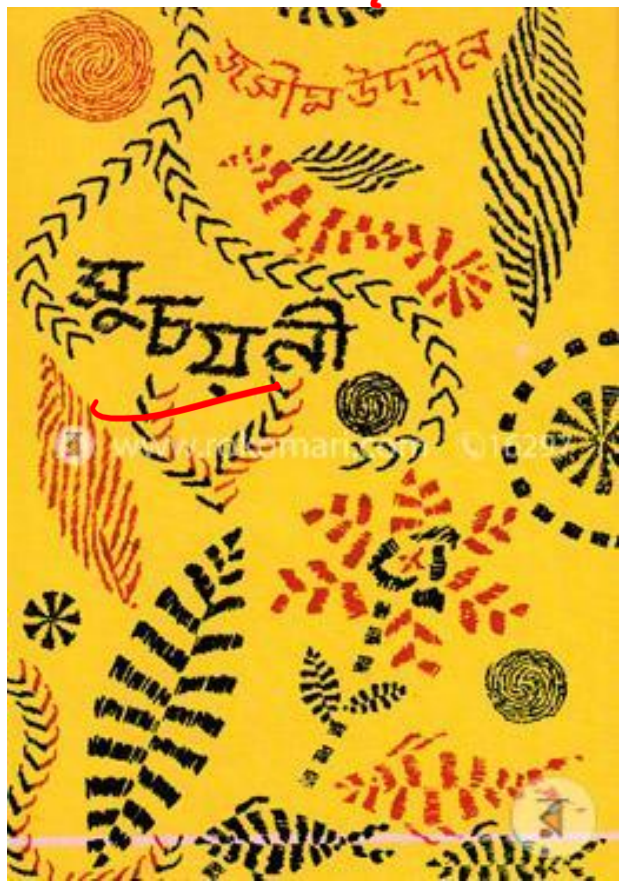

জসীম উদ্‌দীন
সুচয়নী

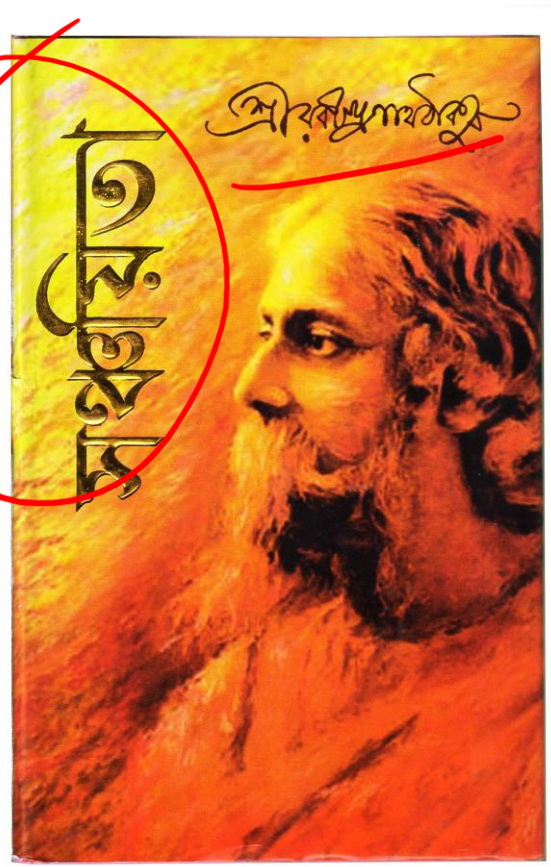

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চয়িতা

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে (বসন্ত) গীতিনাটক উৎসর্গ করার পর জেলে বসে লিখেন 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি।

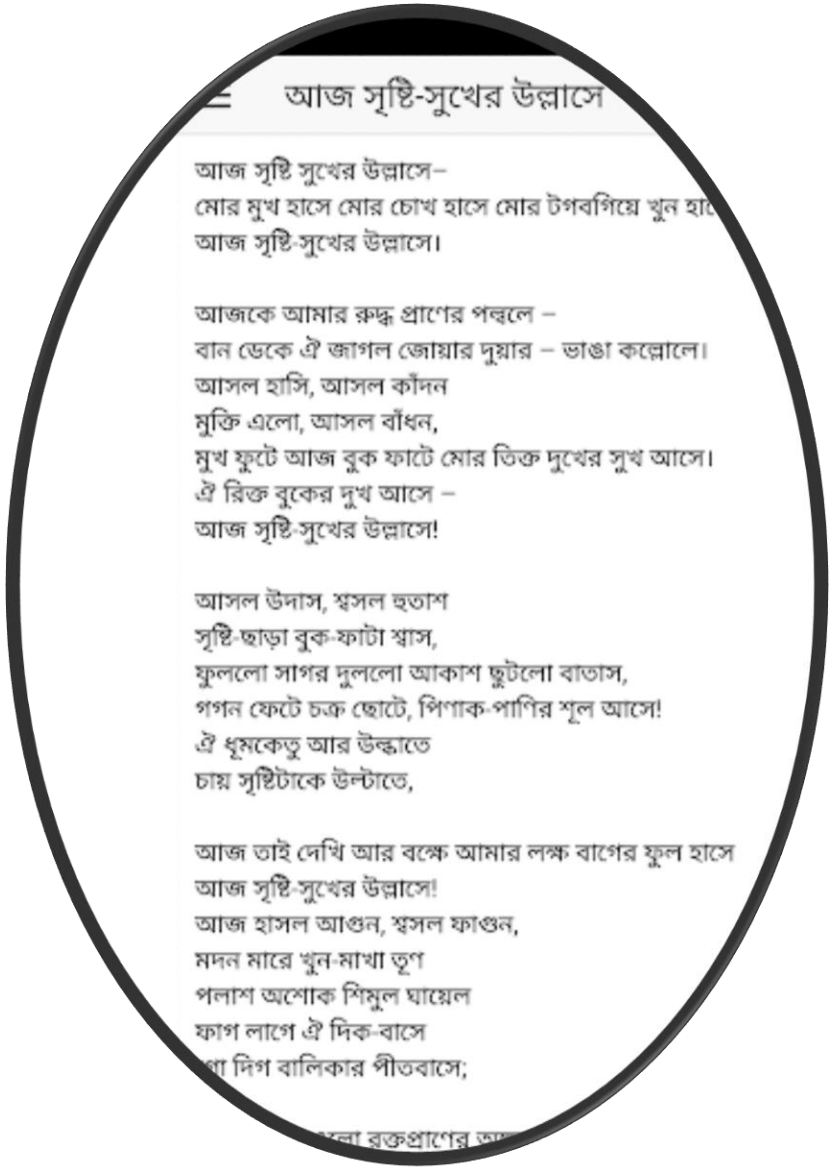

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে–
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হা
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে –
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার – ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি, আসল কাঁদন
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে –
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,

আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গা দিগ বালিকার পীতবাসে;

সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থ

চল্ চল্ চল্ (২১ লাইন) সন্ধ্যা কাব্যের অন্তর্গত।

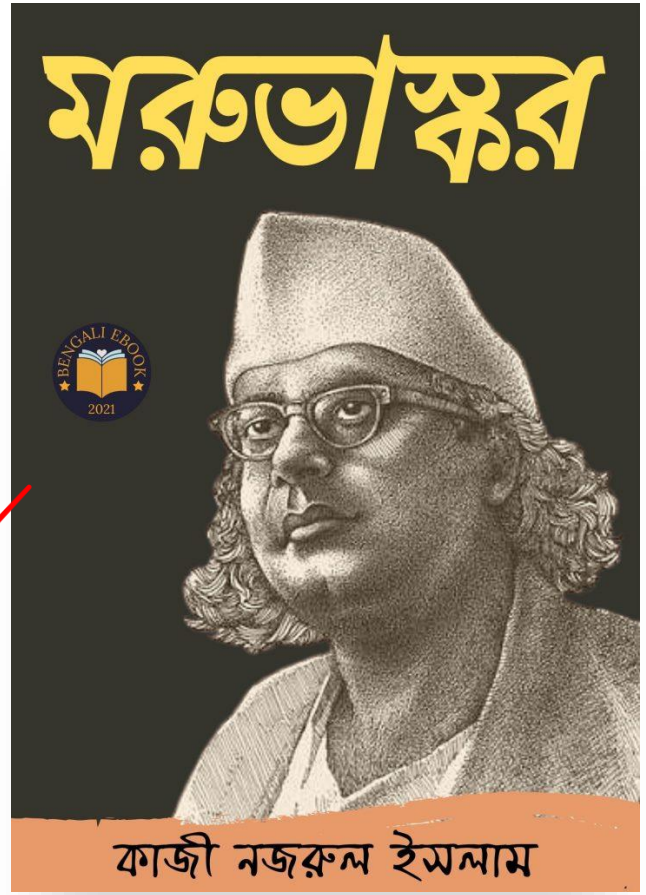

কাজী নজরুল ইসলাম

মরুভাস্কর-

চিত্তনামা-

নিষিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ

- বিষের বাঁশি
- প্রলয় শিখা
- ভাঙ্গার গান

নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ

সাহিত্য সমালোচক শিশির কর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে নজরুলের পাঁচটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন-

- যুগবাণী- নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর ১৯২২। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৭ সালে।
- বিষের বাঁশি- নিষিদ্ধ হয় ২২ অক্টোবর ১৯২৪ ।
- ভাঙার গান- নিষিদ্ধ হয় ১১ নভেম্বর ১৯২৪।
- প্রলয় শিখা- নিষিদ্ধ হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩০।
- চন্দ্রবিন্দু- নিষিদ্ধ হয় ১৪ অক্টোবর ১৯৩১ । নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫।

উপন্যাস

মৃত্যুক্ষুধার কারণে কুহেলিকা আজ বাঁধনহারা

বাঁধন হারা (১৯২৭, ১ম) বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস নায়ক: নরুল হুদা, নায়িকা : মাহবুবা ।

এতে পত্র আছে : ১৮টি

মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ।

চরিত্র : আনসার, মেজ-বৌ, রুবি ।

কুহেলিকা (১৯৩১) চরিত্র : জাহাঙ্গীর, তাহমিনা, চম্পা ।

প্রবন্ধ

যুগবাণী (১৯২২, বাজেয়াপ্ত)

রুদ্র-মঙ্গল

দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬)

রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩) ।

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা (১৯১৯) তাঁর প্রথম প্রবন্ধ

নাটক

আলেয়া, মধুমালা, বনের বেদে,
বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসন্তিকা,
ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে ।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- কাজী নজরুল ইসলাম কোন কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
- নজরুল ইসলামের তিনটি নাটকের নাম বলুন?
- কাজী নজরুলের কোন গ্রন্থটি প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়?
- নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম বলুন?
- ‘চক্রবাক’ কী ধরণের রচনা?
- রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে উৎসর্গ করেন-
- নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন-
- বিদ্রোহী কবিতা কত সালে প্রকাশিত হয়?
- কাজী নজরুল ইসলামের এক বছরের কারাদণ্ড হয় কোন কবিতার জন্য?
- ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ কী ধরণের রচনা?
- ‘চন্দ্রবিন্দু’ কী ধরণের রচনা?
- কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস নয় কোনটি?- কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধনহারা, ব্যাথার দান?

পঞ্চপাণ্ডব

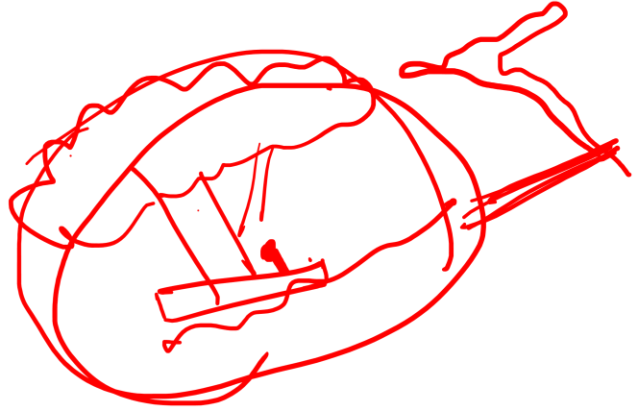

ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট ৫ জন কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে **বাংলা** ভাষায় আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের ৫ জনকে **বাংলা সাহিত্যে** **পঞ্চপাণ্ডব** বলা হয়। এদেরকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক বলা হয়।

পঞ্চপাণ্ডব

১.অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)

২.বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)

৩.জীবনান্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

৪.বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)

৫.সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০)

অবুজ বিসু

জীবনানন্দ দাশ

তিনি ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে। মায়ের নাম কুসুমসকুমারী দাশ।

চিত্ররূপময় কবিতা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময় কবিতা' বলেছেন

বুদ্ধদেব বসু কবিকে 'নির্জনতম কবি' বলেছেন ।

'শুদ্ধতম কবি' উপাধি দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

(এই নামে বই লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ)

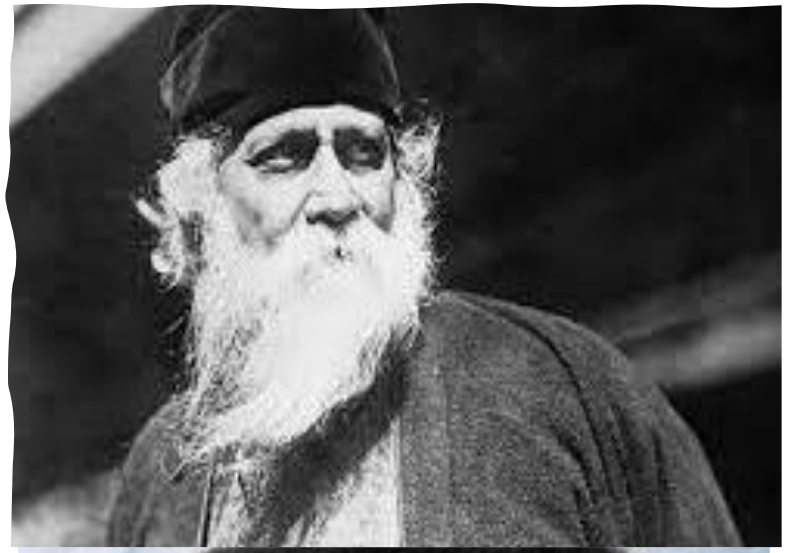

উপাধি

রূপসী বাংলার কবি,

নির্জনতার কবি,

ধূসর কবি,

তিমির হননের কবি,

শুদ্ধতম কবি,

পরাবাস্তববাদ কবি।

[রূনি ধূতি পরে]

ক্লিনটন বি সিলি

বিদেশি গবেষক 'ক্লিনটন বি সিলি' তাঁকে নিয়ে গবেষণা করেন ।

এডগার এলেন পোর 'টু হেলেন' অবলম্বনে 'বনলতা সেন' কবিতা রচনা করেন।

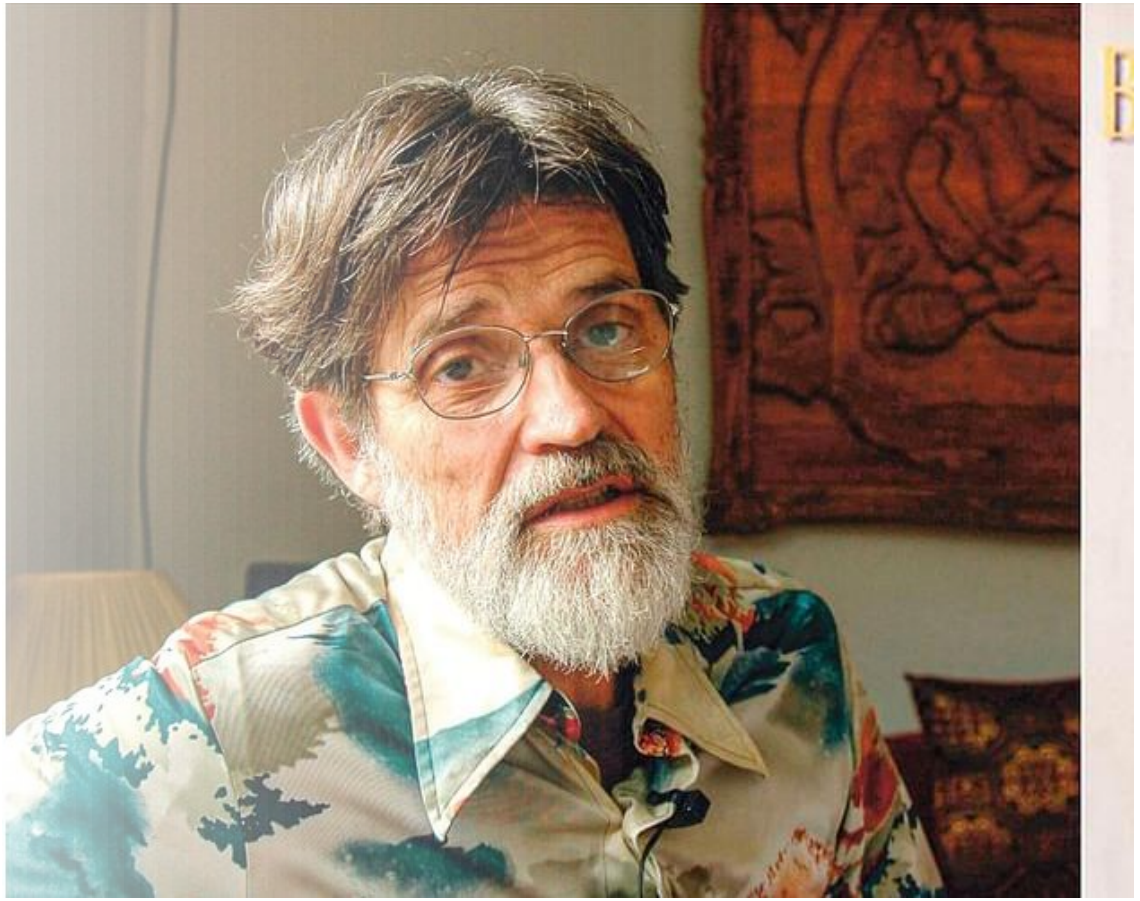

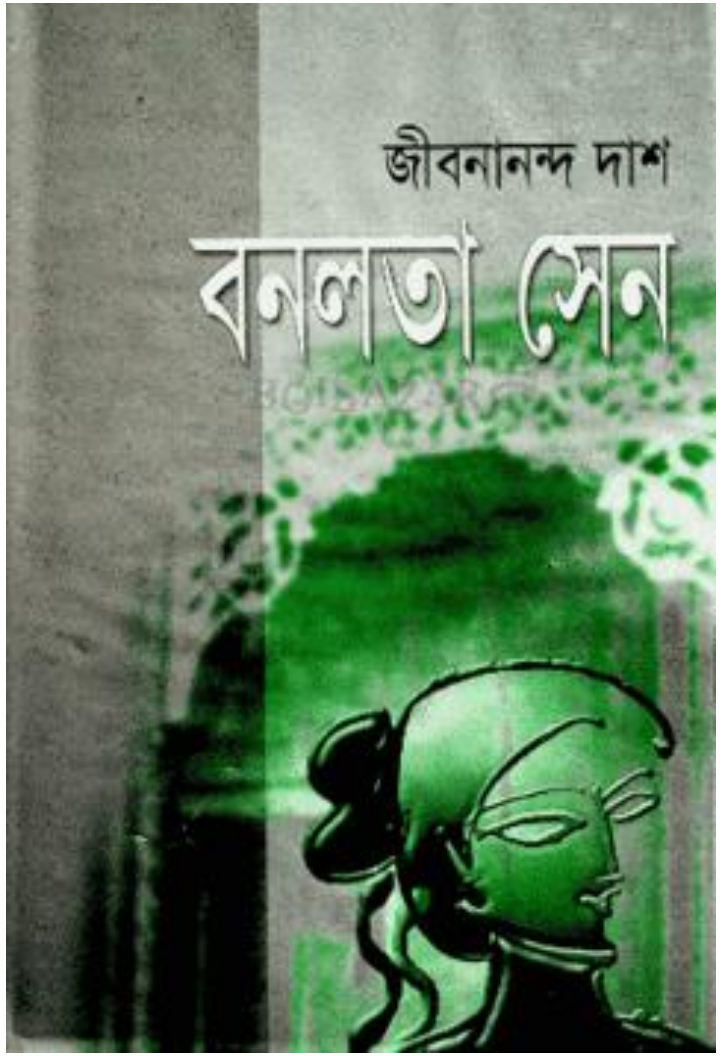

কাব্যগ্রন্থ: ৭টি

ঝরা পালক (১ম কাব্যগ্রন্থ)

বনলতা সেন (শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ)

মহাপৃথিবী

রূপসী বাংলা

সাতটি তারার তিমির

বেলা অবেলা কালবেলা

ধূসর পাণ্ডুলিপি

মনে রাখার ছন্দ

‘ঝরা বন মহা রূপে, সাত বেলা ধূসর ছাপে’

উপন্যাস

১. মাল্যবান(১৯৭৩)

২. সতীর্থ(১৯৭৪)

৩. কল্যাণী(১৯৯৯) সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ

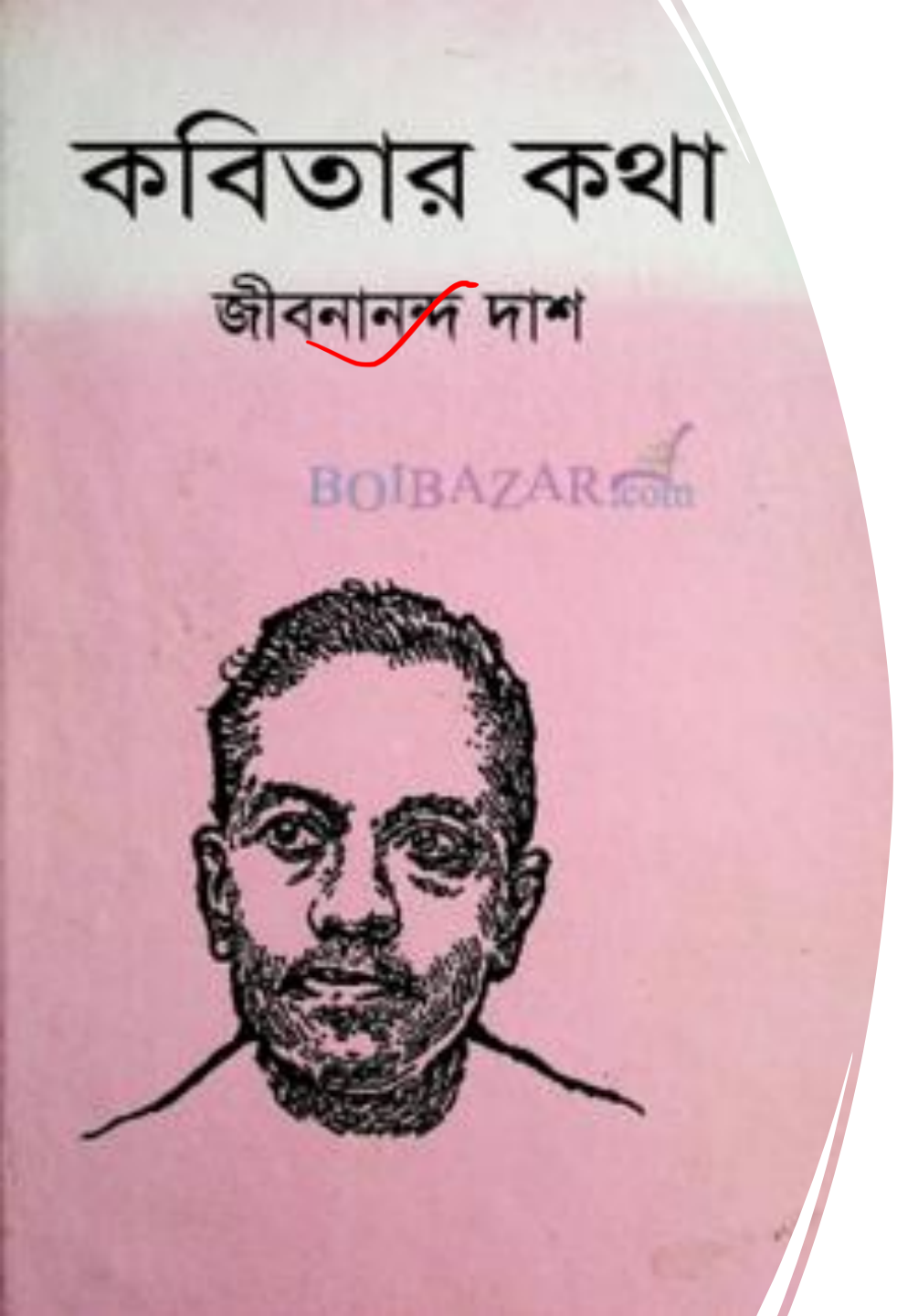

প্রবন্ধ: কবিতার কথা (১৯৫৬)

এ গ্রন্থে বিখ্যাত উক্তি - **সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি**

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (সব্যসাচী লেখক)

কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ

সব্যসাচী লেখক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ‘বাসন্তিকা’ পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন।

‘প্রগতি ও ‘কবিতা’ পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

বুদ্ধদেব বসু

কাব্যনাট্য: তপস্বী ও তরঙ্গিণী, কলকাতার ইলেকট্রা ,সত্যসন্ধ

উপন্যাস: নির্জর স্বাক্ষর, জঙ্গম, তিথিডোর

গল্প গ্রন্থ: রেখাচিত্র

প্রবন্ধ: হঠাৎ আলোর ঝলকানি

সম্পাদক: ১) কবিতা ২) প্রগতি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

- জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশী **নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা**।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তাঁকে বঙ্গদেশে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা বলা হয়। তিনি ক্ল্যাসিক কবি হিসেবে পরিচিত।

সুধীন্দ্রনাথ

তন্বী

অর্কেষ্ট্রা

ক্রন্দসী

উত্তর ফাল্গুনী

সংবর্ত

দশমী

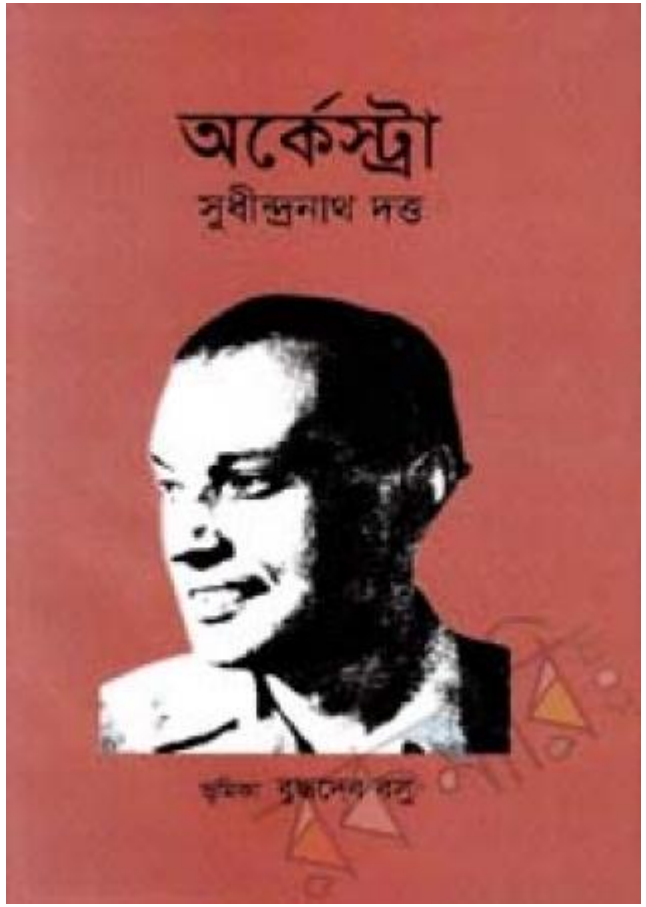

তন্বী

- প্রথম কাব্যগ্রন্থ- তন্বী (১৯৩০)
- উৎসর্গ করেন : **রবীন্দ্রনাথকে** ।
- তিনি লিখেছেন : ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য। ঋণশোধের জন্য নয়, ঋণ স্বীকারের জন্য

উপন্যাস লিখেননি

সুধীন্দ্রনাথ পঙক্তি

- অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!

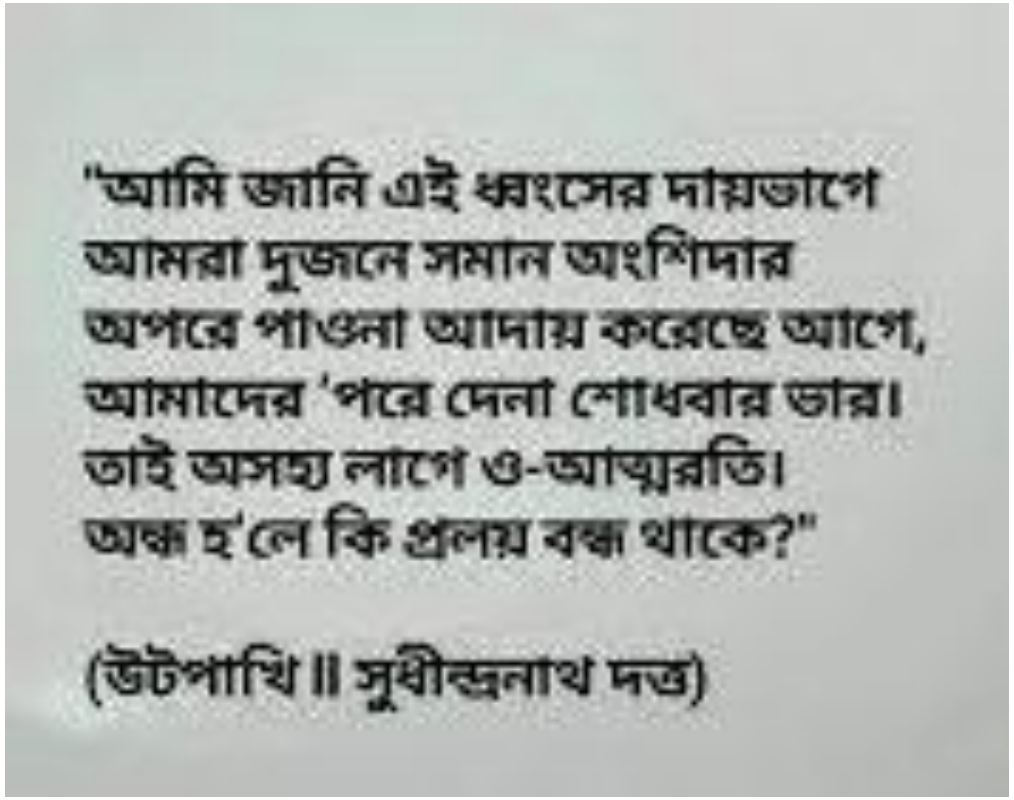

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে ১৯০৯- ১৯৮২

মার্কসবাদী কবি হিসেবে পরিচিত

সম্পাদিত পত্রিকা: নিরুক্ত, সাহিত্য পত্র

কাব্যগ্রন্থ

- উর্বশী ও আর্টেমিস
- চোরাবালি
- পূর্বলেখ
- নাম রেখেছি কোমল গান্ধার
- তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অমিয় চক্রবর্তী

জন্মঃ ১০ এপ্রিল ১৯০১ ইং

মৃত্যুঃ ১২ জুন ১৯৮৬ ইং

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)

অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১ সালের ১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলিজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর পিতার নাম দ্বিজেশচন্দ্র ঠাকুর।

তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাক্তিগত সচিব ছিলেন।

পেশায় তিনি ছিলেন অধ্যাপক।কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবিত বলয়ের বাইরে। অমিয় চক্রবর্তী ১৯৬০ সালে 'ইউনেস্কো পুরস্কার' এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কতৃর্ক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

অমিয় চক্রবর্তী

- **কাব্যগ্রন্থ:** খসড়া, এক মুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞান বসন্ত, **অনিঃশেষ,** পালাবদল, পারাপার, ঘরে ফেরার দিন, পুষ্পিত ইমেজ।

অমিয় চক্রবর্তী

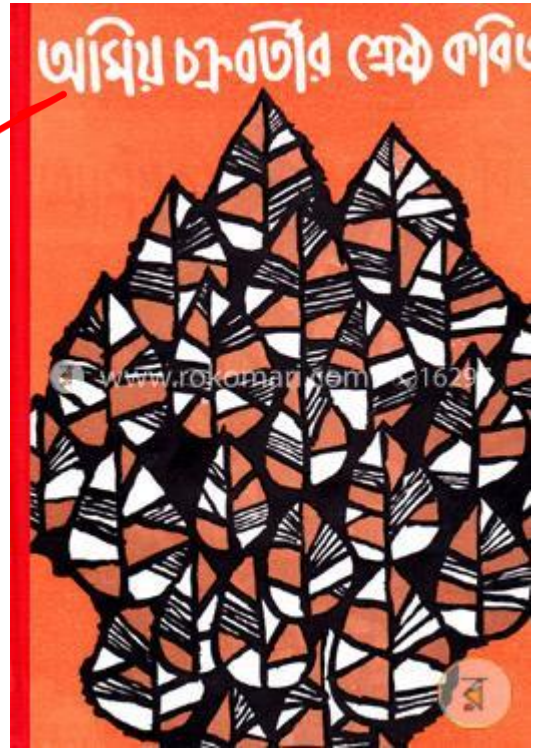

তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বাংলাদেশ'।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাটি

'অনিঃশেষ' কাব্যের অর্ন্তগত।

'বাংলাদেশ' কবিতাটি কার লেখা?

- ফররুখ আহমদ
- আহসান হাবীব
- শামসুর রাহমান
- অমিয় চক্রবর্তী

'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

- বিষ্ণু দে
- প্যারীচাঁদ মিত্র
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কোন কবির মাতাও একজন কবি?

ক) শামসুর রাহমান

খ) জীবনানন্দ দাশ

গ) আহসান হাবীব

ঘ) বিষ্ণু দে

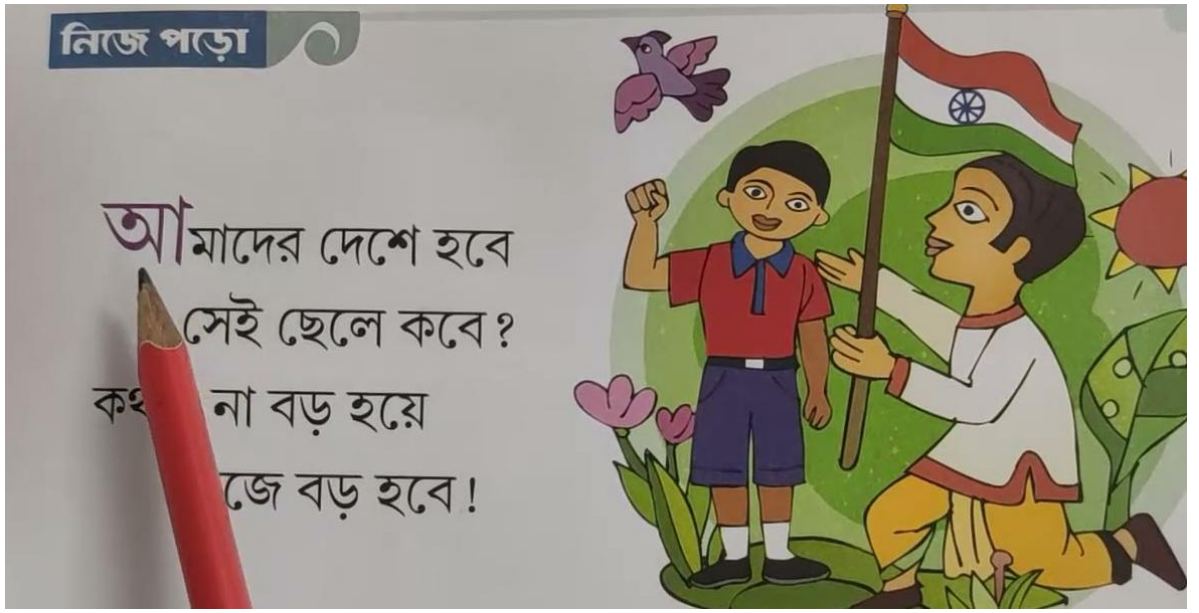

- Thank You